জয় গুরু

মধুক্রম

শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়।

প্রাপ্তিস্থান :
শ্রীদুর্গা পুস্তকালয়
প্রোঃ শ্রীকানাইলাল রায়
নেতাজী সুভাষচন্দ্র রোড, চুঁচুড়া।

"মধুক্রম"এর বেশীর ভাগ লেখাই প্রায় বছর দশ পূর্ব্বের। এর কতকগুলি লেখা সাপ্তাহিক "ভগ্নদূত" ও "চুঁচুড়া বার্ত্তাবহে" প্রকাশিত হয়। অধুনা রচিত আর কয়েকটি রঙ্গ-কবিতাও মধুক্রমে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

কবিতা ও গান লেখার প্রথমাবস্থায় অগ্রজতুল্য সুসাহিত্যিক শ্রীসচী শীল, বি এ, সুকবি শ্রীবনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরলোকগত সুকবি সুধীরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বি এ আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন, আত্মপ্রসাদ লাভের জন্য এ সুযোগে তা' স্বীকার না করে পারলাম না।

ছাপার কাজে অগ্রজপ্রতিম সুসাহিত্যিক ও সাংবাদিক শ্রীবসন্তকুমার আঢ্য, বি এ-র সহায়তা পেয়েই মধুক্রম প্রকাশ সম্ভবপর হ'ল, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানান একেবারেই বাহুল্য।

চিত্রশিল্পী বন্ধু গোপাল সরকারের অকাল-বিয়োগ না ঘটলে মধুক্রম প্রকাশিত হয়েছে দেখে যে সে কতখানি আনন্দিত হ'ত, তা' বলতে পারি না। তা'রই তাগিদে আমি রঙ্গ-কবিতা লিখতে সুরু করি। আপনজন হারানোর মতই তা'কে হারানোর ব্যথা আজ অনুভব করছি।

শেষ কথা, মধুক্রম আজকের সমষ্টিগত চিন্তাক্লিষ্টের লুপ্ত হাসি ক্ষণিকের জন্যও যদি ফোটাতে সক্ষম হয়, তবেই আমার শ্রম সার্থক। ইতি—

মাধবীতলা, চুঁচুড়া
ঝুলন-পূর্ণিমা, ১৩৫৭।

শ্রীবিমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়।

ভূমিকা

স্নেহাস্পদ বিমল ভায়ার কবি-প্রতিভার পরিচয় বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত তাঁর নানা ধরণের কবিতা থেকে অনেকেই পেয়েছেন, আমিও সেই অনেকের একজন। "সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা" 'পরাগ" "তপোবন" 'দৈনিক বসুমতী" "হিন্দু" ভগ্নদূত" "দুন্দুভি" 'কাটোয়া-বার্ত্তা" "সুবর্ণবণিক সমাচার" "যুগ-রবি" "চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ" প্রভৃতি মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকায় তাঁর লেখা আমি পেয়েছি।

আজকে শ্রীমানের 'মধুক্রম' সাহিত্য-রসিকদের হাতে দেবার পূর্ব্বক্ষণে, আমার বলবার কথা এইটুকু যে, বইখানার নামের প্রথমে 'মধু' থাকলেও, বইয়ের ভিতরে শুধু 'মধু' নেই--মৌমাছির হুলও আছে। যে সকল কল্পিত-চিত্র শ্রীমান এঁকেছেন, তাঁদের জীবন্ত অভিব্যক্তি যাঁরা আমাদের সমাজে আছেন, মৌমাছির হুল তাঁদের গায়ে বেশ ভালভাবেই বিঁধবে।

ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছিলেন–"এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা।" বাংলার সেই রঙ্গের স্রোতস্বিনী আজ শুকিয়ে যেতে চলেছে। স্বাধীন ভারতে—বাঙ্গালীর এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলা-ভাষার অস্তিত্বও থাকবে কি-না সন্দেহ। সেই শুষ্ক, নীরস, হাস্যহীন বাঙ্গালীর জীবনে একটু হাসি উপভোগের সুযোগ এনে দিয়েছে ভায়ার কবিতাগুলি।

তাঁর 'দ্বিতীয়-পক্ষে'র বুড়ো বর যখন দুঃখ করে বলেন—

…"কাশী যাওয়াই ছিল ভাল
গুটিয়ে সকল পাত্‌তাড়ি"

তখন বুড়োর দুঃখে না হেসে থাকতে পারা যায় না। আবার তাঁর 'ঠাণ্ডা-মামা'র চেহারার বর্ণনা যখন পড়ি—

'ভ্রমর-কৃষ্ণ রঙের বাহার, তা'র সে বেজায় বেঁটে"

এবং তা'র সান্ধ্য-ভ্রমণের বর্ণনায় যখন দেখি যে—

…"দুলিয়ে দোদুল জালার মতন ভুঁড়ি" আর—

"মাখিয়ে কলপ গুম্ফ-রেখায়
যায় পথে আজ বিকালবেলায়,
এক হাতে সেই লগুড় এবং আর হাতে দেয় তুড়ি"…

তখন যে চিত্রটি মানস-চক্ষে ভেসে ওঠে, সেটিও অনাবিল হাস্য-রসের সৃষ্টি করে মানুষের মনে।

শ্রীমানের ব্যঙ্গ-রচনাগুলি সার্থক হোক।

শ্রীপ্রমথনাথ সান্যাল (শাস্ত্রী), বি এ,
ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, 'পল্লীশ্রী' 'ব্রাহ্মণ-সমাজ'
'সাহানা' প্রভৃতি।

চুঁচুড়া
স্বাধীনতা-দিবস
১৯৫০

স্বর্গত পিতৃদেব

নিতাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

ও

স্বর্গতা মাতৃদেবী

নীরদবরণী দেবীর

বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি

শ্রদ্ধেয় শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের

—আশীর্ব্বাণী—

বিলোয়ে আনন্দ রস ঘুচাইয়া ভ্রম,

মধুক্রম হয় যেন সত্য মধুক্রম।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

পুণ্য-স্মৃতির

উদ্দেশ্যে

এই পুস্তকখানি

উৎসর্গীকৃত হইল।

সূচী-পত্র

প্রেম-বিভ্রাট

ঢাকুরে লেকের ধারে—
প্রেমেশ নিয়ত বেড়াইতে আসে সাঁঝের অন্ধকারে।
'প্রেমেশ' তবু সে প্রেমের ভিখারী,—এইটাই বড় দুখ,
ভিখারীরা তবু দ্বারে দ্বারে যাচে, তার যে ফোটে না মুখ।
তরুণীর দল করে কোলাহল আশে পাশে তা'র নিতি,—
ইলা ডাকে—"শীলা" লীলা ডাকে—"ছায়া" হেনা ডাকে—"শোন্ বীথি!"
করে কেহ গান, কেহবা গল্প, হাসি-কৌতুক কত;
প্রেমেশ একেলা বেঞ্চেতে ভাবে,—"আমি কি ভাগ্য-হত!"

চারু লম্বিত বেণী—
দুলা'য়ে বেড়ায় ষোড়শীরা কত হেলে-দুলে বাঁধি শ্রেণী।
অদূরে তাহার ছয়টি তরুণী বসে নিতি তরু-নীচে,
তা'র পানে কেহ চাহে না বারেক প্রেম-আঁখি হানি' পিছে।
প্রেমেশ কখনো উঠিয়া দাঁড়ায়, কভুবা বসিয়া পড়ে,—
আপনার মনে গান গাহিতেও ঠোঁট কাঁপে থর-থরে!
নিমেষে নিমেষে হাই তোলে সে-যে, আলস্য ভাঙ্গে খালি,
মনে মনে শুধু চলে অভিসার ভীরু প্রেম-দীপ জ্বালি।

* * * * *

একদা আসিয়া দেখে—
ক্ষুদ্র কাগজে একখানি চিঠি বেঞ্চে কে গেছে রেখে।
প্রেমেশ তুলি তা' আগ্রহ-ভরে পড়ে যায় চিঠিখানি,
চিঠির তলায় দেখিল রয়েছে,—"ইতি তোমারই বাণী।"
কয়টি ছত্র লেখা সে পত্রে,—"বন্ধু নাম-না-জানা!
তোমারে আমার লাগিয়াছে ভাল, তাই দিনু হেন হানা।
সাতটা রাত্রে কাল দেখা কোরো, পাশের বেঞ্চে র'ব;
জেনে রেখো আজো মেলেনি জীবনে পুরুষের সৌরভ!"

প্রেমেশ পুলক-চিতে—
ফিরিল তখনি গৃহ-অভিমুখে হাতে তুড়ি দিতে দিতে।
পথে যেতে যেতে বার বার পড়ে, কভু চিঠি বুকে চাপে,
প্রথম প্রেমের মধুর আভাসে সে-হিয়া দ্বিগুণ কাঁপে!
বাড়ীর সমীপে আসিল যখন, দেখা হ'ল শ্রীশ সাথে,
কহিল প্রাণের বন্ধুরে পেয়ে,—"আজিকে আসিস্ রাতে;
কহিব দু'চার কথা তোরে আমি অতিশয় দরকারী,
না এলে কিন্তু ভাল হবেনাক', তা'হলে রাগিব ভারী!"

* * * * *

শ্রীশ সব কথা রাতে—

শুনে গিয়ে কূট-মতলব আঁটে মধু আর পাঁচু সাথে।
তিনে-মিলে এই ঠিক হল শেষে,—পরচুল কিনে আনি,—
বিপিন বাবুর চাকরকে কাল সাজাইবে তা'রা "রাণী"!
তিনজনে সেই চাকরের কাছে হইয়া উপস্থিত—
মেয়ে সাজাবারে রাজী করাইল,—সে-ও তা'তে পণ্ডিত!
দু'মাস আগে সে আর এক কাজ করেছিল তাহাদের,
বক্‌শিস্ তা'র মিলেছিল হাতে—আন্দাজ টাকা-দেড়!

পরদিন বৈকালে-

তা'রে সে-বেঞ্চে বসাইয়া তা'রা রহিল অন্তরালে।
আধুনিকা-সম হেলায়ে অঙ্গ, নীরব হইয়া ব'সে—
পুস্তক-পাঠে রত সে' চাকর, খোঁপাটি বেঁধেছে কষে।
সন্ধ্যা ক্রমেই ঘনাইয়া আসে, সাড়ে ছ'টা বুঝি বাজে,
এমন সময় প্রেমেশ আসিল সাজি অভিনব সাজে।
সেই বেঞ্চে সে বসি একধারে ধরিল মৃদুল গান,
চাকর তখন মুখ ঢেকে আছে, যেন করিয়াছে মান।

ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে—
প্রেমেশ কহিল,—"নীরবে রহিলে কেন? কথা কও প্রিয়ে!
সাড়ে ছ'টা এই হয়েছে ঘড়িতে! সাতটা ত' বাজে নাই!
দেরী হলে তুমি যদি ব্যথা পাও! আগে আসিয়াছি তাই!"
আরো কাছে গিয়ে বাহুতে জড়ায়ে সোহাগে কহিল "রাণি,
জীবনে প্রথম পরশ লভিনু—ইহাই জানিও, রাণি!
জিজ্ঞাসা তুমি করিছ না মোরে কেন,—মোর কিবা নাম?
জানিবারে তব নাহি প্রয়োজন—মোর পরিচয়, ধাম?"

করিল চাকর সুরু—
কুমীর-কাঁদুনী ফুঁপায়ে ফুঁপায়ে কুঞ্চিয়া দু'টি ভুরু।
"এ-কি! কাঁদিতেছ? কি কারণে রাণী, কি হয়েছে তব বল?
হেথা যদি তব ভাল নাহি লাগে, বেড়াইয়া আসি চল!"—
প্রেমেশের কথা শুনি' ধীরে সেথা চাকর উঠিয়া যায়—
শ্রীশ, মধু, পাঁচু তিনজনে যেথা লুকাইয়া আছে হায়!
পিছু নিয়া তা'র কহিল প্রেমেশ,—"ওদিকে কোথায় যা'বে?
এত কহি আমি, তুমি কি কেবল রহিবে মৌনভাবে?"

শ্রীশ, পাঁচু আর মধু—
যেথা ছিল, সেথা আসিল প্রেমেশ সাথে ল'য়ে নব-বঁধু।
তাহাদের হেরি' চমকি' প্রেমেশ কহিল তিক্ত-স্বরে,—
"তোরা যে হঠাৎ এখানেতে বসে! ব্যাপার কি বল্‌ত' রে?
শ্রীশ মৃদু হেসে সরস-বাক্যে কহিল,—"প্রেমেশ, শোন্—"
কানে কানে কহে,—"উনি বাণী দেবী? এসেছে কতক্ষণ?"
প্রেমেশ কহিল,—"আমার আসার আগে বসেছিল এসে,
কিন্তু কেন যে কথা কহিল না, কাঁদিয়া ফেলিল শেষে!"

প্রকাশ্যে মধু কহে,
"প্রেম প্রেম করে গেছিস্ প্রেমেশ, তুই একেবারে ব'য়ে!
একটু বুদ্ধি থাকিত, কিন্তু গোবরটুকুও নাই,—
এখন বুঝেছি মস্তকে তোর ভরা শুধু পোড়া ছাই!
না হ'লে কখনো ওই চিঠি পেয়ে পাগল হইয়া যাস্!
বাণী কা'রে সেই চিঠিটি দিয়েছে? তার কি মূল্য পাস্?
খুলি চাকরের পরচুল পাঁচু—তা'রে এনে কাছাকাছি—
দেখায়ে কহিল,—"এই বেলা তুই চলে যা', প্রেমেশ, বাঁচি!"

নৃত্য-সঙ্কট

আমি নাচ শিখেছি, আর কি ভাবনা!
কিন্তু পায়ের বিষ-ফোড়া যে আজ অবধি সারল না!
(তবু) পেতাম যদি ভাল উঠান
বইয়ে দিতাম নাচের তুফান,
কোথায় লাগে—'উদয়শঙ্কর' 'মণিবর্দ্ধন' 'সাধনা'!
খুল্‌ব এবার নৃত্যশালা,
ঘুচ্‌বে সকল দুঃখ-জ্বালা,
বায়না আগাম না দিলে কেউ,—কোথাও যাব না!

আর দেরী নেই, আজ-বাদে-কাল—
থিয়েটারে ডাক্‌লো বলে,
ফিল্ম্-তারা হ'বই হ'ব—নাচের নিপুণ কৌশলে;
(ওরে বাবা!) বিষ-ফোড়াটা উঠছে ফুলে,
(ওঃ-হো-হো) উঠলে করে দপ্ দপ্ দপ্,—
(উঃ-হু-হু) চিরিক্ মারে শুলে;
আমার সকল আশা পণ্ড যে হয়,
ফোড়াই সাধে বাদ সেধে র'য়,
ওষুধ দিয়েও কম্‌ছে না-যে শির্-টন্-টন্ বেদনা!

মধু-মিলন

গিন্নী। হঠাৎ কেন হেথায় অসময়ে ?
কারণটা কি ? চুপ করে যে ? ভয়ে ?

কর্ত্তা। না না না, ভয় কিছু ত' নয়, প্রিয়ে,
বল্‌ছিনু কি, এই তোমার গিয়ে……

গিন্নী। ন্যাকামী সেই করবে চিরকাল ?
বল্‌বে বল, ধর্‌ছে বুঝি ডাল !

কর্ত্তা। চল্‌লে কেন ? আচ্ছা এস ফিরে,
নামিয়ে ডাল, শুন্‌বে ধীরে ধীরে।

গিন্নী। এসেছি, কই, এবার বল দেখি ?
ক্রমেই কাছে আস্‌ছ কেন, একি ?

কর্ত্তা। আর যাব না। দোঁহেরি মাঝখান্—
রইল তবে দু'হাত ব্যবধান।

গিন্নী। হঁ্যা, সেই ভাল ! বল্‌ছিলে কি বল ?
হাটে যা'বার অনেক বেলা হ'ল !

কর্ত্তা। এই যে বলি, কি বল্‌ছিনু আমি ?
ভুলে গেলাম! বল্‌ছি কিছু থামি'!

গিন্নী। ধন্যি! বলি, আচ্ছা ত' যা-হোক!
তুমি অমন প্যাঁচের কেন লোক ?

কর্ত্তা। প্যাঁচের আমি! হায়রে ভগবান!
ভালবাসার এই কি শেষে দান!

গিন্নী। কি যে অসীম তোমার ভাল্‌বাসা,
তা'রি আবার এমনধারা ভাষা!

কর্ত্তা। ঘাট হয়েছে! তেমনতর কথা—
বলে তোমায় দেব' না আর ব্যথা!

গিন্নী। আহা, আমার নানা গুণের গুণী!
বেশ করেছ, এবার বল শুনি ?

কর্ত্তা। আগুন হয়ে যদি না যাও জ্বলে,
প্রাণের কথা তবে ত' সুখ বলে!

গিন্নী। তুমি কেবল সব সময়ে দেখি—
হাড়-জ্বালাতে, মাস-পোড়াতে ঢেঁকি!

কর্ত্তা। এমনি করে বল্‌বে দিবা-যামী ?
ঢের সয়েছি, আর স'ব না আমি!

গিন্নী। আঃ মরিরে! তুল্‌ছে দেখ গ্রীবা!
কেন, এবার করবে তুমি কিবা?

কর্ত্তা। করব কিবা! এমন বাঁচা-চেয়ে—
ভাবছি মনে মরিরে বিষ খেয়ে!

গিন্নী। সকল-তাতে "মরব আমি," ইস্‌!
মুড়ো ঝাঁ্যাটায় ঝাড়্‌ব ও-সে বিষ!

কর্ত্তা। বেশ মরিগে, দিও না তা'য় বাধা!
মর্‌লে শেষে দেখ্‌বে চোখে ধাঁধা।

গিন্নী। সত্যি না-কি? এ-কি বিষম দায়!
ঘাট হয়েছে, পড়ি তোমার পা'য়!

কর্ত্তা। না, ছাড়, আর শুন্‌ব না ও-কথা!
নিত্যি তুমি দিচ্ছ প্রাণে ব্যথা!

গিন্নী। না না, ওগো, বল্‌ব না আর কিছু,
শুন্‌ব কথা মুখটি রেখে নীচু।

কর্ত্তা। বেশ, কিন্তু এবার কিছু হ'লে,—
সঠিক দেখ, মর্‌তে যা'ব চলে!

গিন্নী। অমন তুমি সর্ব্বনেশে কথা—
বলে আমায় দিও না আর ব্যথা!

কর্ত্তা। আচ্ছা, তবে আসল কথা বলে—
রিক্সো করে হাটেতে যাই চলে।

গিন্নী। বেশ ত', ফেরা সকাল করে হ'বে!
আসল কথা ফিরে এসেই ক'বে!

কর্ত্তা। না, সে কি হয়! বল্‌ছি তবে প্রিয়ে,—
বড্ড দূরে দাঁড়িয়ে......মানে......ইয়ে......

গিন্নী। এত কাছেই দাঁড়িয়ে আছি, তবু.........
এমনধারা দেখিনি হায় কভু!

কর্ত্তা। এস গো আজ আরও কাছে তুমি,
সাধ জেগেছে, একটি শুধু চুমি!

পঞ্চাশে—

শারী। রসিকতা ভাল আর লাগেনাক' নিত্যি!
ঘুমটাকে চট্‌কালে হামেসাই জ্বলে ওঠে পিত্তি!

শুক। তুমি ভারী বেরসিক, হও রোষে মত্ত!
মিলনের স্বাদে বল আছে কি-না চির-নূতনত্ব?

চন্দ্র-সমস্যা

(BLACK-OUT)

বড় জবর খবর শোনো, ভায়া, দেখে এলেম কোল্‌কাতায়!
অমন আলোয় ভরা সহরখানা রাতের বেলায় চেনা দায়!
রিক্সা, টেরাম্‌, মটর চলে
তাইতে যে-সব বাতি জ্বলে,—
(না জ্বলারই সামিল, সে-যে)
ঢাকনী ফাঁকে পথের আলো পিটুপিটিয়ে মিছেই চায়!
দোকান, বাড়ীর আলোর রেখা—
বাইরে থেকে যায় না দেখা,
(কিছুই দেখা যায় না, ভায়া)
বুড়োর সঙ্গে তরুণীরা—হামেসা সব ধাক্কা খায়!
পথিক চলে বিড়ি ফুঁকে,
কইবো কি আর পোড়া-মুখে,—
(জোনাকী সব জ্বল্‌ছে যেন)
ভায়া! রাস্তা চেনা দূরের কথা,—পাশের লোক না চেনা যায়!
(যা'হোক) কৃষ্ণপক্ষ কাটবে ভাল,
(কিন্তু) শুক্লপক্ষ ঢাল্‌বে আলো,
(স্বয়ং দেবতা বিরূপ, ভায়া)
দুর্ভাবনা তাই তো আমার, (ও-সে) চাঁদেরে কে ঢাক্‌বে হায়!

বিষম বিপর্য্যয়

শয্যা-'পরে তাকিয়া-কোলে
ভোরের চা'য়ে চুমুক্ দিয়ে—
খোস-মেজাজে গজেন বাবু
ক'ন্ তোয়াজে,—"শুন্‌ছ প্রিয়ে!
আজকে ভাল লাগছে ভারী,
মনটা যেন হাল্কা-তূলো,
তাস-খেলাটা জম্‌বে খাসা,
জুটবে এসে বন্ধুগুলো!"

উন্মাদিনী ব্যস্তভাবে
ছিলেন কা[illegible] রান্নাঘরে,
শুন্‌তে পেয়ে স্বামীর কথা
এলেন ছুটে রোষের ভরে।
পঞ্চমেতে কণ্ঠ তুলে
বলেন,—"যদি ভালটা চাও,
শিকের তবে তাস-দাবাটা
সবার আগে ঝুলিয়ে দাও!"

সোহাগ-সুরে গজেন বাবু

বলেন,—"আহা, চট্‌ছ কেন?

বৃথাই কি গো গড়িয়ে যাবে

শনিবারের দিনটা হেন!

যাক্ সে-কথা! বাজ্‌ল ক'টা?—

ন'টা-দশের মিল্‌বে গাড়ী?

আজকে যে গো মাইনে হবে,

আন্‌ব কি সে' ঝরণা-শাড়ী?"

দীপক-রাগে হঠাৎ জ্বলে

ওঠেন বটে উন্মাদিনী,

মল্লারেতে জল নামাতে

অদ্বিতীয়া তেমনি তিনি।

"ঝরণা-শাড়ী নয়ক' শুধু,

বলেছিলেম আরও যেটা?…

আন্‌তে যেন ভুলো না রুজ্,

আগে আমার চাই যে সেটা!"

উন্মাদিনী থাম্‌লে পরে
গজেন বাবু বলেন,—"সে-কি !
ভুল্‌ব আমি তোমার কথা ?
আমার কথা নয়ক' মেকি !
অনেক বেলা হ'ল মিছেই,
যাই সেরেনি স্নানটা তবে ;
রান্না-বাড়ার যোগাড় দেখ,—
আর কেনবা দাঁড়িয়ে র'বে ?"

উন্মাদিনী উল্লাসেতে
রান্নাঘরে দেখেন গিয়ে—
উনান দু'টো ঘুমিয়ে আছে,
রেগে ওঠেন গিস্‌গিজিয়ে।
চিলের মত চেঁচিয়ে উঠে,
ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে রোষে—
হাতটি রেখে গালের 'পরে
'কি ছাই করি'—ভাবেন বসে।

গজেন বাবু কলের থেকে

ধড়্ফড়িয়ে আস্‌তে যেয়ে—

ঐরাবতী বপুটি তাঁর

পড়্‌ল বেগে আছাড়-খেয়ে।

উন্মাদিনী ছুটে এসেই

দেখেন, স্বামী করেন গোঁ গোঁ,

আর্ত্তনাদে মাতিয়ে পাড়া

কেঁদে বলেন,—"শুন্‌ছ, ওগো!"

জমল এসে কাতার দিয়ে

পাড়ার যত তরুণদল,

মিট্‌মিটিয়ে গজেন বাবু

চেয়ে বলেন—"একটু জল!"

"দিচ্ছি"—বলে উন্মাদিনী

রান্নাঘরে ত্বরিত গিয়ে—

এক নিমেষে আড়াই-সেরা

সজল ঘটি এলেন নিয়ে।

গজেন বাবু মিটিয়ে তৃষা
বলেন ব্যথা-কাতরস্বরে—
"গতর ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেছে,
আমায় তোরা তোল্‌রে ঘরে!"
জন-দশেকে তুলতে নারে
এমনি ভারী গজেন বাবু,
জন-ষোলতে তুল্‌ল শেষে,
তা'তেও হল বেজায় কাবু!

ফিরল তা'রা যে-যা'র বাড়ী
শয়ন-ঘরে শুইয়ে রেখে,
উন্মাদিনী তখন সবে
বলেন দিতে বৈদ্য ডেকে।

*   *   *

বৈদ্য এসে হাতটি দেখে
বলেন,—"অতি সাবধানেতে
দিন-পনের রাখতে হবে
মুড়িয়ে মোটা কম্বলেতে!"

দ্বিতীয়-পক্ষ

হ'ল এ বিয়ে করাই ঝকমারী !
ভেবেছিলেম দোজ-পক্ষের
বিয়েয় বুঝি সুখ ভারী !
কোথায় হয়ে মনের মত,
বুড়োর সেবায় থাক্‌বে রত,
আমি ভাব্‌নু যতন কর্‌বে কত.
হায়-হায় ! সেবা করা চুলোয় গেল,
এখন মন পাওয়া যে দায় তা'রি !

তখন সবাই বল্‌লো কত—
'বিয়ে-থা আর কোরো না,
কাশী-বাসী হয়ে এবার
আসল পথটি ধরো না !'
নিত্যি নতুন বায়নাতে তা'র—
আমার দিনে দিনে হিম হ'ল হাড়,
এখন উপায়ও নেই পালাবার,
তখন কাশী যাওয়াই ছিল ভাল—
গুটিয়ে সকল পাত্‌তাড়ি !

গাজন নষ্ট

মরি হায়রে হায়!
দুখের কথা বলিবা কা'য়?—
আমার অদৃষ্টে হায় সইলো না!

তখন যৌবনেতে পা' বাড়িয়ে
করি গুটি আষ্টেক মাত্র বিয়ে,
বিশ বছরের মধ্যে দেখি একটিও বউ রইলো না!

একটি গেল জলে ডুবে, তিনটি বিসূচিকাতে,
দুইটি দিল গলায় দড়ি, একটি রাজযক্ষ্মাতে,
শেষটি গেল বন্ধু নিয়ে, আজও দেখি ফিরলো না!

হায়রে অষ্ট বিয়ে করেও আমার সাধ-আশাটা মিটলো না!

কিন্তু কালকে রাতে হঠাৎ দেখি স্বপ্ন ভারি চমৎকার,
ষোড়শী এক হেসে যেন পরিয়ে দিল মতির হার;
আনন্দেতে ভাবছি যে তাই—
আবার বিয়ে করবো কি ছাই?

এদিকে বাহাত্তরে পা' দিয়েছি —
বাঁচারও আর ভরসা নাই!
আমার সকল দিকেই যন্ত্রণা!

ভাবি তাই অধিক বধূ-সন্ন্যাসিনীই করলো গাজন নষ্ট গো,
এখন কে দেয় আমার সান্ত্বনা!

বাঘের কবলে

চুঁচুড়াতে প্রায় বছর ষাটেক আগে—
মাঝে মাঝে এসে করে যেত' বেশ উৎপাত চিতাবাঘে।
বন-জঙ্গল ছিল চারিদিকে, ছিল না বিজলী-বাতি,
সাঁঝের পরেই মনে হ'ত যেন হয়েছে গভীর রাতি।
আজিকার মত ছিল না তখন রাজপথে পিচ্-ঢালা,
তৈরী তখনো হয়নি এমন পাকা নর্দ্দমা-নালা।
লোক ছিল কম, ছিলনাক' মোটে এত জন-কলরব,
দিবসেই তাই খ্যাঁক্-শিয়ালেরা চালাতো মহোৎসব!

হেথা জ্যৈষ্ঠের অসহ গ্রীষ্মরাতে—
নিয়তই মাঠে আমরা ক'জনে কাটাতাম এক-সাথে।
একদা রাত্রে বন্ধুরা কেউ ছিল না আমার পাশে,
নির্জ্জন মাঠে শুয়ে আছি একা দেহ এলাইয়া ঘাসে।
গরমের চোটে চোখে নেই ঘুম, আন্‌চান্ করে প্রাণ,
কভু পাশ ফিরি, কভু উঠে বসি, কখনো বা ধরি গান।
তখন আমার বয়েস হয়ত' হবে কুড়ি বৎসর,
ঘটে গেল এক ঘটনা সেদিন, শোন, কি ভয়ঙ্কর!

তখন রাত্রি আন্দাজ দু'টো হবে,
নিঝ্‌ঝুম্ মাঠ মুখরিত শুধু একটানা ঝিঁঝি-রবে।
সেদিন আবার ছিল ঘন-ঘোর অমাবস্যার নিশি,
জমাট আঁধার-মসী-বন্যায় ডুবে গেছে দশ-দিশি।
বিশ হাত দূরে হয় না নজর, বোঝো, কি বিষম কালো,
মাঠের প্রান্তে পিট্‌পিটে এক জ্বলে কেরোসিন-আলো।
ভূতের ভয়টা ছিল না, কারণ, কভু ভূত দেখি নাই,
নির্ভয়ে বহু রাত্রি একাই মাঠে যাপিতাম তাই।

বসে আছি চেয়ে সেই আলোটার পানে,
শুক্‌নো পাতার খসখস্‌-ধ্বনি সহসা পশিল কানে।
দক্ষিণে-বামে দেখিলাম চেয়ে, কোথাও ত' নাই কিছু,
সন্দেহ হ'তে, তাই মনে হ'ল দেখিবারে ফিরে পিছু।
পিছনে যেমন ফিরিয়া চাহিনু নিছক কৌতূহলে—
দেখি, দু'টো ঠিক জোনাকীর মত কি যেন অদূরে জ্বলে!
মনে ভাবিলাম, আলেয়া নয় ত'! সন্দেহ যায় বেড়ে,
গায়ে কাঁটা দিতে উঠিয়া তখন দাঁড়ালাম ঝেড়ে-মেড়ে!

ধাঁধাঁ লাগেনি ত' !—আরো ভাবিলাম মনে,
দুই পদ তাই বাড়ানু সেদিকে অতি সন্তর্পণে।
সাগ্রহে থির-খর-দৃষ্টিতে ভেদিয়া অন্ধকার—
আবছায়াতেই মনে হ'ল যেন সেটা কোনো জানোয়ার!
তীব্র একটা দুর্গন্ধও পেলাম্ অকস্মাৎ ;
আর কেউ হ'লে, এর মধ্যেই ছেড়ে যেত' তা'র ধাত্!
যাই হোক, তবু আরও এক পদ বাড়ালাম দৃঢ়-চিতে,
দেখি, বাঘ সেটা !—আমা-পানে চেয়ে আছে শ্যেন-দৃষ্টিতে!

দূরত্ব হবে হাত-তিরিশেক প্রায়,
ভেবে দেখ, আমি বাঘের কবলে আছি কি অবস্থায়!
শিকার পেলেও, জেনো, বাঘ কভু ধরেনাক' এক-লাফে,
তবু মনে হয়, এই বুঝি ধরে! ভয়ে সারা-দেহ কাঁপে!
দুই-চারি পদ পিছে হেঁটে শেষে ছুটিনু ঊর্দ্ধশ্বাসে,
এ-গলি—ও-গলি ক'রে দৌড়াই সে-মাঠের আশে-পাশে!
ছুটিতে ছুটিতে পিছু ফিরে দেখি, বাঘটাও আসে ধেয়ে,
দর্ দর্ ঘাম ঝরে অবিরাম সারাটা অঙ্গ-বেয়ে!

ঘণ্টা খানেক ছুটে ছুটে হই সারা,
ফিরে ফিরে দেখি, তবু বেটা বাঘ সমানে করিছে তাড়া!
গলাটা শুকিয়ে হয়ে গেছে কাঠ দৌড়িয়া অবিরত,
চীৎকার করে প্রাণের-দায়েতে হাঁক ছাড়িনুও কত—
কা'রো সাড়া নাই! করি কি উপায়!—পাইনাক' কিছু খুঁজি,
মনে ভাবি, আজ বাঘের পেটেই শেষে যেতে হবে বুঝি!
নিরুপায় হয়ে অবশেষে ত্বরা উঠে পড়ি এক গাছে,
মগ-ডালে এসে তখন আমার হাঁপ্ ছেড়ে প্রাণ বাঁচে!

গাছ থেকে বসে চারিদিকে চেয়ে দেখি,—
বাঘটা ত' নাই! গেলবা কোথায়! তা'হলে পালালো সে কি!
মহা-বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে তিমির-আঁধার ঠেলি'—
চেয়ে আছি শুধু গাছের তলায় নিবিড় দৃষ্টি মেলি'!
সহসা দেখিনু, বাঘের ল্যাজটা ঠেকিছে আমার নাকে,
জানি না, কখন্ গাছের ডগায় উঠেছে সে কোন্ ফাঁকে!
দু'হাতে তখন ল্যাজ ধরে তা'র মারিনু সজোরে টান্,
ঘুম ভেঙ্গে দেখি, ছিঁড়েছি স্বপনে—সখের মশারিখান্!

ঘেঁটু খুড়ো

ঘেঁটু খুড়োর কুঞ্জবনে জুটে বিকেলবেলা—
কম-বয়সী ক' বন্ধুতে চালায় দাবা-খেলা।
এক-পক্ষে বদন, বিধু,
আর-পক্ষে সাগর সিধু ;
সেথায় খুড়ো একটি পাশে হেলিয়ে দেহখান্—
আমেজে দেয় নিত্য তেড়ে গড়গড়াতে টান্।
পাঁচজনাতে এমনিধারা
আড্ডা খাসা জমায় তা'রা,
পঞ্চাশে পা' দিয়েও খুড়ো রসেতে ভরপুর,
কাঁচা-পাকায় অবাধ চলে আলাপ সুমধুর।
গত বছর খুড়োর জায়া
চুকিয়ে গেছে সকল মায়া,
তিন-কুলেতে বাতি দেবার নাইক' কেহ আর
আবার বিয়ে করতে না-কি সখও আছে তা'র।

* * *

বসেছে আজ তাদের খেলা সেথায় যথাকালে,
আন্‌মনে কি ভাবছে খুড়ো হাতটি রেখে গালে।
ঘনিয়ে আসে সন্ধ্যা ক্রমে,
খেলাটা বেশ উঠছে জমে,

সাগর বলে—"কিস্তী দিলে হ'তই বাজীমাৎ!"
বদন বলে—"দেখ্‌না করি এবার কুপোকাৎ!"
বল্‌ল সিধু—"গজের চেয়ে
কাজ করত আড়াই-পেয়ে,
ঘোড়াটা মার্‌ গিয়ে সাগর, সবই গেল ফেঁসে!"
বল্‌ল বিধু—"ওরে বদন, রাজাকে ধর্‌ ঠেসে!"
বদন বলে—"দেখ্‌না বাবু,
দু'টি চালেই কর্‌ছি কাবু!"
সাগর শুধু কিস্তী পেয়ে হচ্ছে নাজেহাল,
খেলাটা শেষ কর্‌ল বিধু একটি ছেড়ে চাল।

সাগর বলে—"খুড়ো যে আজ নিঝুম হ'য়ে বসে?
কল্‌কে ধরে মার্‌লে না-কি গাঁজারি-টান্ কষে?"
তখন খুড়ো দুঃখে সবে
কয়—"বিলিটা হচ্ছে কবে?
আসল কথা একদম কি পড়ল ধামা-চাপা?
পার্‌বি কি-না আমাকে শেষ জবাবটা দে' সাফা!"
বদন বলে—"ভাবছ কেন?
হবেই খুড়ো, হাঁসিল জেনো।"

"হয় ফাগুনে, নয় বোশেখে, বুঝ্‌লে !"—বিধু বলে।
বল্‌ল সিধু—"চেষ্টা খুড়ো, চল্‌ছে তলে-তলে !"
সাগর বলে—"বোশেখে নয়,
দেখ্‌না যা'তে ফাগুনে হয় !"
মুচকে হেসে বল্‌ল খুড়ো এই কথাটা শুনে—
"আমারও যে ইচ্ছে বাপু, আগামী ফাল্গুনে !"

দাবার ঘুঁটি ছড়িয়ে সিধু বলে—"সাবাস্‌ খুড়ো !
এমন ডাঁসা-উচ্ছাসে কে তোমায় বলে বুড়ো ?"
"আর দেরী না, কালই গিয়ে
পাকা খবর আস্‌ব নিয়ে,
চল্‌রে সিধু, বদন, বিধু"—সাগর বলে ওঠে।
হল্লা করে ফির্‌ল বাড়ী সকলে এক-জোটে।
... পথের ধারে পুকুর-ঘাটে
চারজনাতে ফন্দী আঁটে—
'পাড়ার সাধু নাপিতটাকে খাইয়ে টাকা-দশ
গোপনে কাল সকালবেলা কর্‌বে গিয়ে বশ।'
... ভোরে উঠেই একটি কাঁকে
জানালো সব নাপিতটাকে,

চতুরতায় লোক-ঠকাতে সাধুও ওস্তাদ,
বায়না কিছু পেয়ে যে তা'র ধরে না আহ্লাদ।
* * *

ভস্ম মেখে, গেরুয়া-জটা-ত্রিশূলধারী বেশে
দুপুরে আজ হাজির সাধু খুড়োর বাড়ী এসে।
দেখেই খুড়ো ভক্তিভরে
সাধুর দু' পা জড়িয়ে ধরে
বল্‌ল "বাবা, স্বপ্নে যেন দেখেছি কাল রাতে—
হুবহু এই মূর্ত্তিখানি পূর্ণ করুণাতে!"
খুড়োর মধু-সম্ভাষণে
বল্‌ল সাধু হৃষ্ট-মনে—
"দয়াল প্রভু দেয় রে ধরা গভীর প্রেম-মাঝ!
প্রেমময়ের ইচ্ছা ছাড়া হয় কি কোন কাজ!"
মুগ্ধ খুড়ো সাধুর ভাষে,
চতুর সাধু কপট-হাসে,
খুড়োর যত অতীত-কথা দশ-মুখে সে কয়;
কৌতূহলে খুড়ো যে তাই অবাক্-চেয়ে রয়।

বারেক সাধু থাম্‌ল বটে কপ্‌চে শেখা-বুলি,
কিন্তু তা'রে হয়নি বলা আসল কথাগুলি।

সহসা তাই খুড়োর প্রতি
দৃষ্টি হানি প্রখর অতি,
বল্‌ল শেষে চক্ষু মুদে—"কপালে তোর বেটা,
স্পষ্ট লেখা—'আবার বিয়ে'—লক্ষ্য করি সেটা ;
কিন্তু তাতে মৃত্যু দেখি !"
চম্‌কে খুড়ো বল্‌ল—"সেকি ?
দোহাই বাবা, করুন কৃপা কাট্‌বে যা'তে ফাঁড়া !
সাধ-আশা না মিটিয়ে আমি কেমনে যাই মারা !"
বল্‌ল সাধু—"বছর বার
এম্‌নিভাবে কাটুক্ আরো,
তা'পর বিয়ে করিস্ যবে আস্‌ব আমি ফিরে !"
যাবার লাগি উঠল সাধু চক্ষু মেলি' ধীরে ।

বৈকালে সে চারজনাতে জুট্‌ল যথারীতি,
কুঞ্জে খুড়ো নাইক' দেখি সবার জাগে ভীতি ।
তখনি তাই কুঞ্জ ছাড়ি'
জম্‌ল গিয়ে খুড়োর বাড়ী,
দেখল, খুড়ো কক্ষে শুয়ে বেহুঁসে ভুল বকে,
বিস্ফারিয়া তাকায় শুধু পলকহারা-চোখে ।

হাজার ডাকে দেয় না সাড়া,
সবিস্ময়ে অবাক্ তা'রা ;
সাগর, সিধু ছুট্ল ত্রাসে আন্তে কবিরাজ,
বদন, বিধু সেবায় রত রইল গৃহ-মাঝ।
... কবিরাজও বল্ল এসে—
"রোগটা দেখি সর্ব্বনেশে!
ভগবানের হাতেই জেনো, রোগীর বাঁচা-মরা!"
ব্যাপার হেন শুনে সবার চক্ষু ছানাবড়া।

মাথায় ঘৃত-কুমারী, কুঁচ-তৈল দিতে বলে—
পাড়ার কবিরাজ তথনি বেড়িয়ে গেল চলে।
খুড়োর সেবা শুশ্রূষাতে
চারজনাতে রইল রাতে,
গভীর রাতে খুড়োর হ'ল হাত-পা ছোড়া সুরু,
অবস্থাটা দেখে সবার হৃদয় দুরু দুরু।
হঠাৎ খুড়ো দাঁড়িয়ে উঠে
বেরিয়ে যেতে চাইল ছুটে,
বিকারে কয়—"মরিই যদি, মরব বিয়ে করে!"
চারজনাতে তথনি তা'য় শুইয়ে দিল ধরে।

শ্রান্ত হয়ে রাত্রি-শেষে
নিঝুম সবে তন্দ্রাবেশে,
উষার আলো ফুট্‌ল যবে, চমক ভেঙ্গে তা'রা—
আঁৎকে উঠে দেখল, খুড়ো কখন্ গেছে মারা।

*   *   *   *

বৃদ্ধেরা সে খবর শুনে দেখতে তা'রে এলো,
বল্‌ল সবে—"বেচারা হায়, হঠাৎ মারা গেল।
আমরা কি-না রইনু পড়ে,
ঘেঁটুই ত্বরা পড়্‌ল সরে।
বয়েসটাও হয়নি আহা, এমন বেশী কিছু।"
অনেক কথা বলার পরে ফির্‌ল সবে পিছু।
... খবর পেয়ে সাধুও শেষে
তা'পর সেথা পড়্‌ল এসে,
বল্‌ল হেসে—"দুঃখ কিছু ক'র না কেউ এতে,
বিয়ে-পাগ্‌লা বুড়ো পেলেই ভাঙবে পিঠ বেতে।"
মাথার কাছে সাগর, সিধু,
পায়ের কাছে বদন, বিধু—
দাঁড়িয়েছিল ; তখন সাধু আবার বলে হেসে—
"যমের মেয়ে উদ্ধারিতে চল্‌ল খুড়ো শেষে।"

রসকেলি

১ম সখি। বাতি জ্বাল্‌বো না, আঁধারে জ্বাল্‌বো না রে,
লুকিয়ে লো সই, থাক্‌বো ঘরে,
বলিস্ না আজ তারে!

২য় সখি। যদি তুই ফেলিস্ হেসে—
যা'বে তা'র সকল ভেসে,
তখন পড়বি ধরা, হোক্ না আঁধারে!

১ম সখি। সত্যি, তা' যা' তুই বলেছিস্, ভাই,
মিথ্যে ত' সে নয়,
ছলেছি অনেক তা'রে নানাভাবে
(তবু) হয়নিক' মোর জয়!

২য় সখি। যদি তা'র চাস্ পরাজয়,
তবে শোন্ এ ছলে নয়,
আমি আজ লুকিয়ে থাকি,
তুই যা' ঘরের বা'রে!

বোমা-বিভ্রাট

সোফায় বিপুল দেহ এলাইয়া, গড়গড়া টানি' ঘরে—
নিবিষ্ট মনে 'দৈনিক দেশ' গিরিরাজ যান্ পড়ে।
মেনকা আসিয়া বলেন সহসা—
"জানি না, এবার হবে কি-যে দশা!
নির্ভাবনায় আছ তুমি খাসা—নাকে বেশ তেল ঢেলে!
বলি, আর কেন? মেয়ের বাড়ীই চলো যাই সব ফেলে!
আর থাকা মোটে নিরাপদ নয়,
দেখে-শুনে যেগো লাগে বড় ভয়!
সে যদি আবার এসে পড়ে এই মহা-বিপদের মাঝে!
জানিনাক', তবে কি-যে হবে, আমি ভেবে কূল পাই না-যে!
তা'রো ত' আসার দেরী বেশী নেই,
এলো বলে আর ক'দিন বাদেই,
হয়ত' বা তা'রা হয়েছে রওনা নন্দী-ভৃঙ্গী-সাথে!
তাই বলি চলো, ভালোয়-ভালোয় এইবেলা দু'জনাতে!"
দৈনিকখানা রাখিয়া তখন
গুরু-গম্ভীরে গিরিরাজ কন্—

"কেন মিছে হও উতলা, মেনকা ?—মোটে হয়োনাক' ভীতা !
তুমিও যেমন পারুর জননী, আমিও ত' বটে পিতা !
সে-যে আমাদের আদরের মেয়ে,
কতদিন তা'র আছি পথ-চেয়ে,
বৎসরান্তে সে না এলে হয়—রূপে আলোকিতে ঘর।
এত ভীরু হ'লে চলে কি, মেনকা, সাহসেতে করো ভর !"
মেনকা কহেন— কিন্তু এদিকে
হ'ল দায় যেগো আর থাকা টিকে !
বোমার জ্বালায় যেখানে যে পায় পালাচ্ছে ছেড়ে ঠাঁই !
বুড়ো বয়সে কি বোমা চাপা পড়ে দু'জনে মরবো ছাই !"
সহসা উঠিল 'সাইরেন্'-ধ্বনি,
কি যেন অদূরে ফাটিল তখনি,—
শুনি' গিরিরাজ চমকি' ত্রস্তে যেই দাঁড়ালেন উঠি'—
গড়গড়া তাঁর পায়ের আঘাতে খেলো ঘরে লুটোপুটি।
সভয়ে মেনকা বাতায়ন হ'তে
মেলিলেন দিঠি সমুখের পথে,
নিরখি' কহেন— হায়রে কপাল ! ও-যে তেমাথার মোড়ে-
দু'টো মিলিটারী লরীতে ধাক্কা লেগেছে বিষম জোরে !"
কম্পিত-স্বরে গিরিরাজ কন্—
"সাইরেন্ দিল তবে কি কারণ ?

নিশ্চয় কিছু হয়েছে, না-হয় হ'তে পারে শিগ্গির !"
মেনকা কহেন—"এত ভয় শেষে ? তুমি না সাহসী-বীর !
সামান্য ওই শব্দ শুনেই
তোমার যদি গো অবস্থা এই,
তখন তা'হলে করবে কি, যদি সত্যিই কিছু ঘটে ?
তুমিই আমাকে ফেল্‌বে দেখছি শেষে উভ-সঙ্কটে !"
বিপদ কাটার একটানা—সুরে
সাইরেন্ পুন বাজিল অদূরে ;
স্বস্তির শ্বাস ফেলি' গিরিরাজ সোফায় বসিয়া কন্—
"বাঁচা গেল বাবা ! আড়ষ্ট হ'য়ে ছিলাম এতক্ষণ !
সেই ভাল বাপু কাজ নেই আর,
করে ফেলো তুমি যা'বারি যোগাড় !
দিনে-রাতে এই আতঙ্ক নিয়ে সত্যিই থাকা দায় !
কাল প্রভাতেই তবে তাই চলো, সরে পড়ি দুজনায় !"
ভৃত্য চা-হাতে প্রবেশিল ঘরে,
মেনকা তখন তা'রে কন্—"ওরে,
কাল ভোরবেলা যা'বো কৈলাসে আমরা, পারুর বাড়ী ;
বিকেলেই যেন ঠিক হ'য়ে থাকে একটা মোটর-গাড়ী !
কিছুদিন র'বো আমরা সেখানে,
দেখা-শোনা তুই করিস্ এখানে !"

ভৃত্য কহিল—"আচ্ছা মা, তবে গাড়ী ত' মিল্‌বেনাক'!"
গিরিরাজ কন্—"তবেই হয়েছে! ওই আশাতেই থাক!
খবর রেখেছি অনেক আগেই,
যা'বার ইচ্ছে ছিল না তা'তেই,
গাড়ীও যদি বা মেলে কোনমতে, মিল্‌বে না পেট্রোল!
পোড়া, যুদ্ধের জ্বালায় হ'য়েছে সবতা'তে কন্‌ট্রোল!"
মেনকা কহেন—"বল কি গো, তবে
এত পথ শেষে হেঁটে যেতে হ'বে?"
গিরিরাজ কন্—"তা' ছাড়া উপায় পাই না ত' কিছু খুঁজে;
দীর্ঘ পথে পা বাড়াবার আগে দেখ বাপু, মনে বুঝে!"
মেনকা কহেন—"ভাবো তুমি আগে,
তোমার সাথেই যেতে ভয় লাগে!"
গিরিরাজ কন্—"তুমি যদি পারো, কেন পারবো না আমি!
নিশ্চিত জেনো, সারাটা রাস্তা হ'বো ঠিক অনুগামী!"

* * * *

ঘন অরণ্য, গিরি-পর্ব্বত,
তা'র মাঝে দূর বন্ধুর পথ;
গিরিরাজ আর মেনকা দুজনে চলেছেন পদ-রথে,
কভু গিরি-কোলে, কভু তরুতলে বিরাম লইয়া পথে।
চলিতে চলিতে সহসা থমকি'
মেনকা কহেন—"ওখানে দেখ কি!—

ঝোপের পিছনে ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে যেন।"
হেরি বিস্ময়ে গিরিরাজ কন্—"তাইত' মেনকা! কেন?...
এই সেরেছে! ও আর কিছু নয়,
ছিট্‌কে এসেছে বোমা নিশ্চয়!
কাজ নেই আর এগিয়ে ওদিকে, বাড়ী ফিরে যাই চলো!"
মেনকা কহেন—ধন্যি পুরুষ! সবতা'তে কি-যে বলো!"
ভীতি-বিহ্বলে কন্ গিরিরাজ—
"বেঘোরে প্রাণটা যা'বে যেগো আজ!
কখন্ যে ওটা ফাট্‌বে হঠাৎ—সে-কথা কেইবা জানে!
দোহাই মেনকা, আর নয়, চলো সরে পড়ি মানে-মানে!"
মেনকা তখন কহেন সরোষে—
"চল্লাম আমি, থাক তুমি বসে!"
গিরিরাজ তাঁর হাত ধরি' কন্—"ওদিকে কোথায় যাও?"
মেনকা কহেন—"ওটা কি জিনিষ দেখ্‌তেই আগে দাও!
মহা-ভীতু দেখি! চলো দুজনেই,—
মরণ না-হয় হ'বে বোমাতেই!"
শেষে দোঁহে ভীরু-পদবিক্ষেপে অতি সন্তর্পণে—
চলিলেন সেই ঝোপের নিকটে উৎকণ্ঠিত মনে।...
ঝোপের আড়ালে দাঁড়ায়ে উভয়ে
কি আছে দেখেন উদ্‌গ্রীব হ'য়ে,

সহসা মেনকা হাসি' কন্—"ঘটে এই ছিল অবশেষ!"
গিরিরাজ কন্—"বোমা নয় এ-যে আমাদেরি ব্যোমকেশ!"
শশব্যস্তে উঠিয়া পিনাকী
গাঁজার কলিকা লুকাইয়া রাখি'
শ্বশুর এবং শাশুরীর পদে প্রণাম জানায়ে কন্—
"নন্দী, ভৃঙ্গী দু'জনেই গেছে মর্ত্ত্যে অনেকক্ষণ!"
মেনকা কহেন—"বাবা, সেথাকার
কিছুই অজানা নাই ত' তোমার!"
গিরিরাজ কন্—"তাই বুঝি তুমি ব্যাকুল হ'য়েছ এত?
পার্ব্বতী মা'র খবর কি, বাবা? বেশ ভাল আছে সে ত'?
পিনাকী দিলেন তাঁর সে-কথায়
ধীরে ঘাড় নাড়ি' সানন্দে সায়;
তিনজনে তাঁ'রা এক-সাথে চলা সুরু করিলেন তবে,
পিনাকী কহেন—"কৈলাস আর সামান্য পথ হ'বে!"

প্রতীক্ষায়—

আহা, মরি-মরি! 'কাঁকর-মণি' ও 'তেঁতুলের বীজ' চূর্ণ!
তা'য় খাসা তেল 'শিয়াল-কাঁটা'র নির্য্যাস-রস পূর্ণ॥
না জানি, এবার কোন্ মহাজন কি আবিষ্কারে মত্ত!
হয়ত' বা সেটা আনিবে সবার নবতম অমরত্ব॥

ঠাণ্ডা-মামা

ঠাণ্ডাচরণ লোকটি রসিক, মেজাজ গঙ্গাজল,
উর্ব্বরা টাক্-মাথায় গজায় গল্প অনর্গল।
হাস্য-রসের গল্প বলার
কৌতুকী-ভাব-ভঙ্গীটি তার—
দেখ্‌লে সবার শোনার আগেই জাগায় কৌতূহল,
চট্‌লে মেজাজ আগ্নেয়াচল, কাঁপায় পৃথ্বীতল।

ভ্রমর-কৃষ্ণ রঙের বাহার, তা'য় সে বেজায় বেঁটে,
জয়ঢাকোপম বপুর বহর ; প্রত্যহ যায় হেঁটে—
দীঘির ধারের চালতাতলায়,
বৈকালে বেশ আসর জমায়—
হরেক রকম রং-বেরঙের গল্প-গুজব এঁটে ;
সর্ব্বদা তার রয় হাতে এক নীরেট বাঁশের খেঁটে।

বাহান্ন তার বয়স, কিন্তু নয় সে বৃদ্ধ-ঘেঁষা,
শিং ভেঙ্গে তাই বাছুরের দলে চলে তার মেলামেশা।
কেষ্ট-বিষ্টু-যদো-রামা-শ্যামা—
ঠাণ্ডাচরণ সবাকার মামা,
গল্প-গুজব প্রতিদিন বলা—এ যেমন তার পেশা,
ভাগ্নের দলে জাগেও তেমনি নয়া-গল্পের নেশা।

ঠাণ্ডাচরণ ঝুলিয়ে দোদুল জালার মতন ভুঁড়ি,
লাগিয়ে জামার পকেটে লাল কাঠ-গোলাপের কুঁড়ি,
মাখিয়ে কলপ গুম্ফ-রেখায়
যায় পথে আজ বিকেলবেলায়,
এক হাতে সেই লগুড় এবং আর হাতে দেয় তুড়ি,
দেখ্‌লেই তা'য় ঠিক মনে হয়—বয়স উনিশ-কুড়ি।

পথের মধ্যে জন তিন-চার অকাল-পক্ক মিলে—
"গুজরাটী গজ"—এই বলে তায় হঠাৎ ক্ষেপিয়ে দিলে
ড্যাব্‌ডেবে চোখ রাঙিয়ে তাদের
ঠাণ্ডাচরণ কয়—যদি ফের্
এম্‌নি করিস, এই ডাণ্ডায় ফাট্‌বে তোদের পিলে!
যমদূত-দল, জোট করে সব কোথায় লুকিয়ে ছিলে?"

একজনা তার মধ্যে আবার বল্‌ল—"ঠাণ্ডামামা,
কোন্ দর্জ্জির তৈরী অমন তোমার ঢোলক-জামা?"
ঠাণ্ডাচরণ উঁচিয়ে ডাণ্ডা
বল্‌ল—"বাঁদর তুমিই পাণ্ডা?"
আর একজনা বল্‌ল— মামার পেটটি বিরাট ধামা,
লাগ্‌লে লড়াই যায় বলা ঠিক হারবে গোবর-গামা!"

অগ্নিশর্ম্মা ঠাণ্ডাচরণ দর্ দর্ দর্ ঘামি'
চীৎকারে কয়—"গর্দ্দবদল, ঠাট্টার লোক আমি ?
বোম্বেটে সব পাজী-বজ্জাত,
হাস্‌ছে আবার বের করে দাঁত !
যখন-তখন আমার সঙ্গে পেয়েছিস্ দুষ্টামী ?
আয় দেখি সব ভাঙ্গবই আজ তোদের ও-ফাজ্‌লামী !"

অল্প ছুটেই ঠাণ্ডাচরণ হাঁপায় বারংবার,
তাদের সঙ্গে পাল্লা দেবার সাধ্য ত' নেই তার !
গলদ-ঘর্ম্মে থস্‌থসে কায়,
আবোল-তাবোল যায় বকে তা'য়,
বস্‌ল খানিক আমলকী-ছায় বাঁকিয়ে সমেদ ঘাড় ;
ঠাণ্ডামামার বহ্নি-মূর্ত্তি দেখ্‌তে চমৎকার !

দীঘির ধারের চাল্‌তাতলায় নব্য যুবার বেশে—
বিলম্বে তাই ঠাণ্ডাচরণ পৌঁছাল আজ এসে।
উৎসুকাকুল তরুণের দল
তায় দেখে সব হল চঞ্চল,
নূতন গল্প শোনার আশায় বসল সবাই ঘেঁষে ;
গল্প বলাও হয় সুরু তার মধুর আলাপ-শেষে।

মধুক্রেম

শোন্ বলি এক সত্যি গল্প ; অনেক বছর আগে,
জন পাঁচ-ছয় বন্ধুতে যাই ফল খেতে রায়বাগে।
কেউ পাড়ে বেল, কেউ কালোজাম,
কেউবা খেজুর, কেউ কাঁচা আম,
সাপে-নেউলের সেইখানে এক হঠাৎ ঝগড়া লাগে ;
ভীষণ ব্যাপার ! আজও আমার বলতেও ভয় জাগে !

সেই দেখে সব দুর্দার্ উঠে পড়নু খেজুরগাছে,
প্রাণপণে গাছ আঁকড়ে তখন হাঁপ ছেড়ে প্রাণ বাঁচে !
বাব্‌লা-ঝোপের মধ্যে দুটোয়
গর্জ্জিয়ে ল্যাজ ছড়ায়-গুটোয়,
এর থেকে ওর তফাৎ মাত্র হাত পাঁচ-ছয় আছে
সাপ করে ফোঁস্—গোঁয়ায়ে নেউল যেমনি এগোয় কাছে।

সাপটা যেমন মোটায়, তেমনি পেল্লায় লম্বাতে !
কুলোর মতন চক্র কি তার ! লক্‌লকে জিব্ তা'তে !
নেউলটা ? ওঃ ! বলব কি আর !
ল্যাজটাই তার হাত তিন-চার !
এদিক-ওদিক করছে দুটোয় তর্জ্জিয়ে হিংসাতে !
খেজুরগাছের ডগ থেকে সব দেখছি সেদিকটাতে !

দেখতে দেখতে লড়াই তাদের লাগল বিষম জোরে
কেউ কা'রো বাগ মানছে না হায় ঘন্টা দু'য়েক ধরে
বুক কাঁপে সব থর্ থর্ থর্,
হাত-পা সেঁদোয় পেটের ভেতর,
রাগ বেড়ে যায় দু'টোর যতই ধস্তাধস্তি করে!
মন দিয়ে শোন্, অবাক-কাণ্ড ঘটল কি তারপরে!

দেখলাম, সেই নেউলটা প্রায় লাফ দিয়ে হাত-সাত
ল্যাজটা সাপের বাগিয়ে হঠাৎ করছে উদরসাৎ!
সাপটাও সেই অবস্থাতেই
বাড়িয়ে নাগাল বাগ পেল যেই—
নেউলটারও ল্যাজটা ধরেই যায় গিলে এক-সাথ!
এমন সময় ভাঙল আমার ঘুমটা অকস্মাৎ!"

ক্ষণ-বিলাস—

অফিসের হাড়-ভাঙা খাটুনীর অন্তে
সন্ধ্যায় গৃহ-কোণে ঠোঁট চাপি' দন্তে,—
নটবর তবলায় তোলে বোল্ ধিন্তা
দূরে ঠেলি' অনটন-অভাবের চিন্তা।

শরতের মেঘ

রসিকের সাথে গিন্নীর বেশ হয়নাক' বনিবনা,
মধ্যে মধ্যে কুরুক্ষেত্র বাধাবেই অঞ্জনা।
একটু আগেই লঙ্কাকাণ্ড আজো হয়ে গেল বেশ,
রণক্লান্ত অঞ্জনা তাই ফেলে দ্রুত নিঃশ্বেস।
মুখরা বৌয়ের পরুষ-বচন নিরীহ রসিকলাল
নীরবে সহিয়া আসিছে সকলি নতমুখে এতকাল।
অতিষ্ঠ হয়ে বেচারা রসিক আজিকার ঘটনায়
কহিল কাতরে—"চল্লাম আমি, যেদিকে দু'চোখ যায়।"—
বলিয়া সে হায় বাহিরিল পথে নিদারুণ ক্ষোভে-দুখে ;
বাচাল গিন্নী দ্বার আগলিয়া দাঁড়াইল বৃথা রুখে।

*   *   *

গৃহে অঞ্জনা অশন-ভূষণ বিলাস-ব্যসন ছাড়ি'
দিনান্তে সাঁঝে ভাবে—"সে কি তবে ফিরিবে না আর বাড়ী।"
ভীতি-বিহ্বলে কর-যোড়ে শেষে আপনার মনে কয়—
"এ কি করিলাম! তুচ্ছ ব্যাপারে একি হল, দয়াময় ?"
তুলসীতলায় মাথা কুটি' পুন কহিল—"দয়াল প্রভু,
স্বামীরে ফিরায়ে দাও, তা'রে আর বলিব না কিছু কভু।"
এমন সময় ফিরিল রসিক গৃহেতে হৃষ্টমনে ;
সুর পাল্টিয়ে অঞ্জনা কয়—"ফিরে এলে কি কারণে ?"
কৌতুক-রসে হাসিয়া রসিক কহিল অঞ্জনায়—
"চোখ দু'টো যদি নিয়ে আসে মোরে—আমার কি দোষ তা'য়!"

রসিকতা

মাধবী কহিল হাসি—"ও কেতকী!
মধুপ-সখারে তুমি দেখেছ কি?"
কেতকী সরমে—
মরিয়া মরমে—
কহিল নরমে—
"ছিল সে আমারি পাশে রাতে, সখি!

কহিল মাধবী—"জানি লো, সে বঁধু
এসেছিল চুপে লুটিবারে মধু!
তাই ভোর হেসে—
গুঞ্জি' আবেশে—
চলে গেল ভেসে;
আবার আসিব বলিয়া গেল কি?"

বপু-রহস্য—

এ বাজারে সে-ই চোরাকারবারী—যা'র বপু ভোজপুরী।
ভেজাল, মুনাফা চালায় যে আজ—তা'রি স্ফীত ভুঁড়ি॥
স্ফীতোদর-বপু দেখিলেই তাই জাগে মহা-সংশয়।—
নিয়ন্ত্রণের চা'লে কখনই এ বপু গঠিত নয়॥

কেরানীর আক্ষেপ

তিরিশ টাকার কেরানী ছিলাম বছর দশেক আগে,
তা'তেও তুলেছি পাকা বাড়ীখানা সহরের পুরোভাগে!
তিন ছেলে আর পাঁচ মেয়ে ছিল পোষ্য তখন মোর,
মেয়েদের পার করিতেও মোটে হয়নিক' ধার-ধোর!
গিন্নীর গায়ে গহনাও কিছু ছিল না যে, তাও নয়,
সোনা ও নগদে হাজার পাঁচেক করেছিনু সঞ্চয়!
বিশ টাকাতেই চলে যেত' খাসা এত বড় সংসার,
পাঁচগুণ আজ মাইনে বেড়েও হিম হয়ে গেল হাড়!
দেড়শ' টাকায় পাঁচটি প্রাণীর পোষণ বর্ত্তমানে—
কি-যে দায়, তাহা ভুক্তভোগী যে, সে-ই হাড়ে-হাড়ে জানে!
মেয়েগুলো পার না হ'লে, কে জানে, কি হত এ পোড়া-ঘটে.
উন্মাদ হ'তে বাকী থাকিত কি পড়িলে সে-সঙ্কটে!
শিকায় তুলিতে বাধ্য হয়েছি ছেলেদের লেখা-পড়া,
অন্ন-চিন্তা চমৎকারেই চক্ষু যে ছানা-বড়া!
সঞ্চিত যাহা ছিল, সে-ত' সবি হয়ে গেছে নিঃশেষ,
এত বুঝে চলে তবুও যে আজ ঋণে জড়ায়েছি বেশ!
আর কিছুকাল এই-মত যদি রয় আগুনের বায়ু,
এ গার্হস্থ্য-আশ্রমে তবে বেশী দিন নয় আয়ু!